R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১লা জুন, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

পুনর্গঠিত সুতীর লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসীদের নবগঠিত অরঙ্গাবাদে আপনজনের সঙ্গে প্রিয়জনের

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী কেন্দ্রটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী মহলে জোর আলোচনা চলেছে। বর্ত্তমানে এটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত কেন্দ্র। ৬ জন নির্দল প্রার্থী নাম প্রত্যাহারের ফলে কেন্দ্রে মোট ৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন। জুনের প্রথম সপ্তাহ না কাটলে এই কেন্দ্রের অবস্থা ঠিক ঠাহর করা যাবে না। ১৩টি অঞ্চলের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার কানুপুর, জরুর, জামুয়ার এবং সুতী থানার আহিরণ, বহুতালী, বংশবাটী, মহেশাইল ১ ও ২, বাজিতপুর, লক্ষ্মীপুর, হারোয়া, নূরপুর, সাদিকপুর নিয়ে এই কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সালে পুনর্গঠিত হয়েছে। গত ৩ দিনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে, এখনও ভোটাররা রায় দেওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত মতামত স্থির করেননি। অনেককে বলতে শুনেছি, 'অমুকবাবু যাকে বলবেন তাকেই দিতে হবে' এই রকমের স্বগতোক্তি। কেন্দ্রে ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী বলা মুস্কিল, তবে বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীদের সমর্থনে যে প্রচার চলেছে তাতে নির্দল প্রার্থী আসরাফুদ্দিন বিশ্বাসের কোন প্রচার চোখে পড়েনি। শ্রীবিশ্বাস বাড়াবাড়ী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কয়েকটি বুথে রিগিং-এর আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী কেন্দ্রের কয়েকটি গ্রামের নির্বাচকরা বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি বুথে রিগিং-এর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে মঙ্গলজন বুথে রিগিং করা হয়। এবং বহু ভোটারের নামে 'ফলস্' ভোট দেওয়া হয়। এবারেও ঐ কেন্দ্রে অনুরূপ কার্য্যকলাপ চললে ভোটাররা ভোট বয়কট কর বন বলে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এদিকে কয়েকটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রচার চালাতে দেওয়া হচ্ছে না বলে কংগ্রেস, জনতা, নির্দল—সমস্ত প্রার্থীর পক্ষ থেকেই অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁদের মতে, পরস্পরবিরোধী কিছু যুবক স্ব স্ব প্রচারে বাধার সৃষ্টি করছেন।

ইট ও টালি কর্মীদের লাগাতার ধর্মঘট

জঙ্গিপুর, ২৯ মে—এ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার ছোটকালিয়া, জোতকমল ও মহম্মদপুর অঞ্চলের ১৬টি ইট ও টালি কারখানার শতাধিক কর্মী মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে লাগাতার ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে কর্মী ইউনিয়নের নেতা রামচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিটি কারখানায় প্রতিদিন গড়ে দু'হাজার টালি বা ইট তৈরী হয়। এক হাজার টালি বা ইট তৈরীর জন্য মালিকদের খরচ হয় ২০০ টাকা; বাজারে সেগুলি বিক্রী হয় ৪০০ টাকায়। অথচ কর্মীরা প্রচণ্ড মেহনত করে মজুরি পান মাত্র সাড়ে তিন টাকা বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে কর্মীরা দাবি করেছেন। রামবাবু আরো জানান, অধিকাংশ মালিকপক্ষ মজুরি বৃদ্ধির দাবি মেনে নিতে রাজী থাকলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মালিকের আপত্তির জন্য তাঁরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে সাড়ে চার টাকা মজুরি আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিকে ধর্মঘটের ফলে কর্মীদের আর্থিক সংকটও দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

খোসালপুরে ক্যানিংহাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ মে—গত ২১ মে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি মিঃ ক্যানিংহাম রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অধীন খোসালপুরে নদী জলোত্তোলন প্রকল্পে সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ঐ প্রকল্পের অন্তর্গত চাষীদের কৃষিজ উৎপাদনে অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আড়াই ঘণ্টা কাল স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লকের এই ও বৈদ্যনাথ ব্যানারজি এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, প্রকল্পটি রূপায়ণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৬০ একর জমিতে বর্ত্তমানে বছরে ৩ বার উচ্চফলনশীল আউস, কলাই, গম ইত্যাদি ফসল চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। আগে এই সব জমিতে বছরে মাত্র একবার ফসল হোত। ক্যানিংহামের সঙ্গে সেচ বিভাগের বিশিষ্ট অফিসারগণও উপস্থিত ছিলেন।

দারোগা অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট জামসেদ আলি খান সাগরদীঘি থানার মেজ দারোগা সুধাংশু দাসকে ৩৩০ ধারায় তলব করেছেন এবং তলবের কপি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ১৯ জুলাই তারিখে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার মোরগ্রামের নন্দলাল দত্ত হত্যা মামলার আসামী নারায়ণ দেবনাথ আদালতে আত্মসমর্পণের পর জঙ্গিপুর সাব জেল থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাগরদীঘি থানায়। আসামী লিখিত অভিযোগ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্ষমা নয়, আপোষ—

গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে 'মামলা প্রত্যাহার' শিরোনামায় যে সংবাদ বেরিয়েছিল, সে সম্পর্কে আসামী পক্ষের আইনজীবী সুকুমার চ্যাটারজি জানিয়েছেন, 'আসামীরা জঙ্গিপুর আদালতে মিলিতভাবে বাদী অরবিন্দ সিংহ রায়ের কাছে অপরাধ স্বীকার করে কোনরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। বাদী এবং বিবাদী পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে অরবিন্দ সিংহ রায় মামলাটি তুলে নিয়েছেন।' অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। ভিত্তিহীন সংবাদ সরবরাহের জন্য আমরা সংবাদদাতাকে ধিক্কার জানাচ্ছি।

—সঃ জঃ সঃ

জীবাণু সার
এ্যাজেটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

নির্ব্বাচন আসন্ন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসিয়া পড়িল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে দুই দিন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভোট গ্রহণের দিন ধার্য হইয়াছে ১৪ জুন। কাজেই আজিকার দিনটি বাদ দিলে মাঝে আর মাত্র বার দিন বাকী।

এবারের বিধানসভা নির্বাচন কেমন যেন সব দিক দিয়াই খাপছাড়া। একদিকে নৈসর্গিক আকাশ গুমোট, অপরদিকে রাজনৈতিক আকাশেও গুমোটের অন্ত নাই। সর্বত্র অস্থিরতা, সর্বত্র অনিশ্চয়তা, সর্বত্র অনৈক্য। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কি ঘটিবে অথবা কি ঘটিতে পারে তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অবধি নাই। জনতা দল বিগত লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর যে ভালবাসা ও সহানুভূতি আদায় করিতে পারিয়াছিল তাহার মূলে ছিল পূর্বতন সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দমনমূলক নীতি। তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জনমনে একটিই শ্লোগান ছিল। আজ মাস তিনেকের মধ্যে সে শ্লোগান চলিয়া গিয়াছে। আসিয়াছে বহুদলীয় বহু কোন্দল এবং বহু মতাদর্শের সংঘাত। উত্তরোত্তর ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও জনতা দল তথা সরকারের সমালোচনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, জঙ্গিপুর মহকুমার বিধানসভা নির্বাচন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, মহকুমার পাঁচটি কেন্দ্রেই প্রার্থী তালিকার সংখ্যাধিক্য বর্ত্তমান (রাজ্যের সর্বত্র একই অবস্থা), মহকুমার কেন্দ্রগুলিতে এবার ৩৩জন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছেন। দলগত অবস্থা কংগ্রেস—৫, জনতা—৫, সি পি এম—৩, আর এস পি—২, মুসলীম লীগ-৩ এবং নির্দ্দল—১৫; নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিটি কেন্দ্রেই তাঁহাদের আধিক্য। তাঁহাদের লড়াইএর ঝোঁক বেশী। সখে হউক, দেশের কাজের জন্য হউক, দল গুছাইবার জন্য হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক—যাঁহারা এবার নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, নির্ব্বাচন জিতিয়া তাঁহারা যেন চির অবহেলিত জঙ্গিপুর মহকুমার স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নিকট খোলা চিঠি

জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, সুতী, জঙ্গিপুর এবং সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আপনারা নির্ব্বাচন প্রার্থী। এখন ভোট প্রার্থনা করে আপনারা আমাদের কাছে আসবেন। এই সুযোগে ভোটারদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কিছু নিবেদন আছে। আমরা চাই আমাদের প্রতিনিধি যেন বিধানসভার সদস্য হিসাবে মহকুমার বিভিন্ন সমস্যার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতে পারেন। শুধু মহকুমারই নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য তিনি বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এটা আমরা চাই। বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হওয়ার পরে তিনি যেন সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে চালিত না হন, এ কথা যেন তাঁর মনে থাকে যে নির্বাচিত সদস্য দলের প্রতিনিধি নয়, তিনি তাঁর কেন্দ্রের সকল মানুষের প্রতিনিধি এবং তাঁকে সেইভাবে নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। প্রত্যেক কাজের জন্যই পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের সেবা করার দায়িত্ব যাঁরা নিতে চান তাঁদেরও কিছু মানসিক ও চারিত্রিক প্রস্তুতি দরকার। আপনাদের মধ্যে কে কে অতীতে জনসাধারণের সেবা করেছেন, তাদের দুঃখের দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের সংগ্রামের সাথী হয়েছেন, স্বৈরতন্ত্রী নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের আরো জানা দরকার জনসাধারণের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে যখন দেশে স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্বের জুলুম চলছিল তখন আপনাদের মধ্যে কে কে গণতন্ত্রকে হত্যা করার সেই প্রচেষ্টায় হাত মিলিয়েছিলেন, আপনাদের মধ্যে কে কে অতীতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন, পুলিশ ও প্রশাসনকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে নিজের বা দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছেন, মানুষের কাছ থেকে জুলুম করে চাঁদা বা প্রণামী আদায় করেছেন, চাকরী দেওয়ার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা কার কতটুকু আছে, দেশদুনিয়া, রাজনীতি ও অর্থনীতির খবরাখবর কে কতটুকু রাখেন, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা কার কতটা আছে তা আমরা জানতে চাই। সবশেষে জঙ্গিপুর মহকুমার নিম্নলিখিত সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এগুলি সম্পর্কে আপনাদের মতামত এবং আপনারা এই বিষয়ে কতদূর কি করতে পারবেন তা আমরা জানতে চাই। (১) জঙ্গিপুরের বিড়ি শিল্পের প্রসার ও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও মুনাফার অংশপ্রাপ্তির ব্যবস্থা (২) জঙ্গিপুর মহকুমার মাঝারি শিল্প কারখানার পত্তন (৩) জঙ্গিপুর মহকুমায় ফল সংরক্ষণ এবং আম, লিচু ও টম্যাটো থেকে শিশিতে জেলি, আচার ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানা (৪) রেশম ও কম্বল শিল্পের উন্নতি ও তাঁতিদেরকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা (৫) গঙ্গাপথ ইসলামপুর জলকর ও অন্যান্য জলা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে দেওয়া (৬) বেকার যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য দলনিরপেক্ষভাবে চেষ্টা করা (৭) হাসপাতালগুলির দুর্নীতি দূর করে সেখানে যাতে সুচিকিৎসা হয় এবং রোগীরা যাতে প্রয়োজনীয় ঔষুধ ও ইনজেকশন বিনামূল্যে পায় তার ব্যবস্থা করা (৮) চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ, বীজসরবরাহ, মূলধন সরবরাহ করা এবং গ্রাম্য সুদখোরদের কবল থেকে চাষীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা (৯) ফরাক্কা ব্যারেজের ফীডার ক্যানেলে জল ছাড়ার ফলে মহকুমার যে বিস্তীর্ণ এলাকা জলপ্লাবিত হয়ে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানকার জমির মালিক ও চাষীদের যথোচিত ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প অর্থাগমের ব্যবস্থা (১০) গঙ্গা-পদ্মার ভাঙন প্রতিরোধ এবং ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের যথোচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা (১১) মহকুমার সদর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হারোয়া-বংশবাটি-বহুতালি এলাকার সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা (১২) গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা (১৩) জঙ্গিপুর-লালগোলা বাসরুটে নিয়মিত দ্রুতগামী ভাল বাস ও মিনি বাস চলার ব্যবস্থা, অন্যান্য রুটে আরও বাসের ব্যবস্থা, যাত্রীদের সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা, রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতা ষ্টেট বাসের ব্যবস্থা (১৪) জঙ্গিপুর পৌরসভা এলাকায় পারিশোধিত কলের জলের ব্যবস্থা (১৫) জঙ্গিপুরে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা (১৬) মিত্রপুর বর্ডারের চেকপোষ্ট ও কর্ডন তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা (১৭) খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য চেষ্টা করা (১৮) পুলিশের ঘুষ, দুর্নীতি ও অত্যাচার বন্ধের জন্য সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা (১৯) সরকারী প্রশাসনের কাজ দ্রুত হয় এবং জনসাধারণকে যাতে অনাবশ্যক হয়রানির মধ্যে না পড়তে হয় সে জন্য চেষ্টা করা (২০) জনসাধারণের বাঁচার লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে সামিল হওয়া এবং (২১ জনসাধারণের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করে চলা এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা। নির্বাচিত হলে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনারা বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সচেষ্ট হবেন কি না ভোট চাইবার আগে তা আপনারা আমাদের পরিষ্কারভাবে জানান।—শ্রীবরুণ রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

ভাষাচার্যের মৃত্যুতে শোক

জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মহাপ্রয়াণে জঙ্গিপুর মহকুমা সাহিত্য পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করছে, সশ্রদ্ধ বিনম্র চিত্তে তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করছে। ২৯ মে ডঃ চট্টোপাধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। জঙ্গিপুর সংবাদ এর পক্ষ থেকে আমরাও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। সঃ

চৌকিদার সম্মেলন

ধুলিয়ান, ২৯মে—বাসুদেবপুর হাই স্কুলে সম্প্রতি সুতী, সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কা—এই তিন থানার চৌকিদার ও কর আদায়কারীদের এক সম্মেলন হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৫০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। বক্তারা দফাদার, চৌকিদার এবং কর আদায়কারিগণের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের পূরণ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

পুনর্গঠিত সুতীর লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসীদের নবগঠিত অরঙ্গাবাদে আপনজনের সঙ্গে প্রিয়জনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরখানেক আগে স্কুলে এম, এ পাশের জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে এম, এ স্কেলে বেতন নেওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল। কিন্তু কংগ্রেসী কোন কোন নেতার হস্তক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে যায়। শোনা গেছে তিনি নাকি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পরে ক্ষমা চেয়ে রেহাই পান। সেই আসরাফুদ্দিন সাহেবকে এবারের নির্বাচনে নিজের পালে হাওয়া টানতে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাব সাহেব সাবেক সুতী কেন্দ্র থেকে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন আর এস পি-র শিস মহম্মদের কাছে। এবার সেই শিস মহম্মদও তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই মহঃ সোহরাবকে গত নির্বাচনের (তখন কংগ্রেসের পালে হাওয়া ছিল) চেয়েও এবার আরো বেশী করে বেগ পেতে হচ্ছে। কেন না গত নির্বাচনে তিনি ব্লক কংগ্রেস নেতাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু এবারে ব্লক কংগ্রেস তাঁর বিরোধীতা করছেন প্রকাশ্যে এবং একজন নির্দল প্রার্থীও দাঁড় করিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে। মহঃ সোহরাবকে তাই এবার নিজে নেতৃত্ব দিয়ে প্রচার চালাতে হচ্ছে। কংগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন।

আর এস পি-র শিস মহম্মদ এবার পুনর্গঠিত সুতী কেন্দ্রে জয় সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত না হলেও তিনি আশাবাদী। তাঁর মতে এই কেন্দ্রে তাঁর সাথে নির্দল প্রার্থী উমাপতিবাবুর লড়াই হবে। তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরছেন জীপে করে। বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু কর্মী তাঁর হয়ে জোর প্রচার চালালেও কয়েকটি অঞ্চলে তাঁর কোন পোষ্টার বা প্রচার দেখা যায়নি। তবে একটা কথা ঠিক—রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী নেতা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে এবং সেই সুনামই নির্বাচনে তাঁর জয়কে সুনিশ্চিত করে দিতে পারে। এ ধারণা আশাবাদীদের। উমাপতি মণ্ডল এই কেন্দ্রে তাঁর জয় সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাবাদী। ব্লকের কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ সবাই প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন করছেন। তাঁর মতে, প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাই 'দুর্দিনের কর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষায়' তাঁকে 'প্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।' তাছাড়া শেষ দিনে এই কেন্দ্রের ৬ জন নির্দল প্রার্থী তাঁর সমর্থনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় তাঁর মনোবল আরো বেড়ে গেছে। এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসীদের লড়াই বেশ জমে উঠছে। ইতিমধ্যে সুতী ১নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি উমাপতি মণ্ডল কংগ্রেসের কার্যকলাপের প্রতিবাদে ব্লক ও যুব কংগ্রেসের ১৭ জন সহকর্মী ও অনুগামীসহ গত সপ্তাহে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন।

এই কেন্দ্রের অপর প্রার্থী বিখ্যাত বিড়ি কোম্পানীর মালিক পক্ষের শরীক 'ধনকুবের' অনিল দাস। তিনি জনতা দলের প্রার্থী। ৩৫ বছরের কাছাকাছি বয়স, রাজনীতিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। এবং এলাকার মানুষের বেশীর ভাগই তাঁকে স্বচক্ষে কোনদিন দেখেননি। কেউ কেউ বলছেন, জনতা দলের প্রার্থী মনোনয়ন এখানে যুক্তিযুক্ত বা সর্ব্বসম্মত নয়। যাই হোক শ্রীদাস বিভিন্ন এলাকা ঘুরছেন। বহু জায়গায় নির্বাচনী অফিসও করেছেন। তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যদের মত নিজেকে শক্তিশালী সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। ঠিক এই অবস্থায় বহু বিতর্কিত সুতী কেন্দ্রের নির্বাচনী আবহাওয়ায় গুমোট ধরেছে।

নবগঠিত অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের নির্বাচন পরিস্থিতি সম্পর্কে জঙ্গিপুর সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি লিখেছেন, প্রতাপগঞ্জ, তিনপাকুড়িয়া, বোগদাদনগর, কাঞ্চনতলা, ভাসাই-পাইকর, দোগাছি-ন'পাড়া, চাঁচণ্ডা, নিমতিতা, উমরাপুর, কাশিমনগর, জগতাই—১ ও ২ এবং অরঙ্গাবাদ ১ ও ২নং অঞ্চল নিয়ে নির্বাচনী সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের সুপারিশে ১৯৭৫ সালে গঠন করা হয়েছে অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রটি। বিগত লোকসভা নির্বাচনকে বাদ দিলে বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্রভাবে অরঙ্গাবাদের এই প্রথম। নতুন এই কেন্দ্রটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আট জন; তার মধ্যে প্রবীণ কংগ্রেসী লুৎফল হক। অনেকের মতে হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে এলেও অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেও অরঙ্গাবাদে কিন্তু কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু কেউ কেউ বলছেন, হক সাহেব এখানে দাঁড়িয়ে ঠকে গিয়েছেন। কারণ, লোকসভা নির্বাচনে আর এস পি-র শিস মহম্মদের সঙ্গে 'গোপন আঁতাতের ফলে' সুতী কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে শিস মহম্মদ যে ফয়দা তুলেছেন, হক সাহেব অরঙ্গাবাদে দাঁড়িয়ে সে রকম ফয়দা তুলতে পারছেন না। অবশ্য হক সাহেব যদি শেষ পর্যন্ত সুতী কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাবের হয়ে শিস মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রচারে অবতীর্ণ হন, তাহলে শিস মহম্মদের প্রচুর ভোট কাটবে। এবং এ রকম সম্ভাবনাই বেশী আছে।

যাই হোক, অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে লড়াই হচ্ছে চতুর্মুখী। নির্দল প্রার্থী ইয়াদ আলিকে সমর্থন করছেন মারকসবাদী কর্মী সংস্থা এবং এস ইউ সি। 'জনতা' প্রার্থী মামুদ খান এবং সি পি এম প্রার্থী সহিদুল ইসলাম পরস্পরে নিকট আত্মীয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলের সুতী কেন্দ্রের এম এল এ গিয়াসুদ্দিন সাহেবের নাতি সহিদুল ইসলাম এবং জামাই মামুদ খান। কাজেই প্রাক্তন এম এল এ গিয়াসুদ্দিন সাহেবের আপন জন এবং প্রিয়জনের লড়াই এবার অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের উপভোগ্য বিষয়। জনতা বিরোধীদের মতে, এখানে 'জনতা কোন ফ্যাকটার নয়'। এখানে সি পি এম প্রার্থী ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা কেন্দ্র থেকে মুসলীম লীগের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে অনেকে এবার তাঁকে 'পছন্দ করছেন না।' এবং তাঁর বিরুদ্ধে এটি একটি মস্ত বড় ইস্যু। নির্দল প্রার্থী হোসেন আলি (সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে জনতায় যোগ দিয়েছেন) প্রথম প্রথম কংগ্রেস প্রার্থী লুৎফল হকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই জোরদার করলেও অনেকের কাছেই এখন তিনি 'অপ্রিয়' হয়ে পড়েছেন। কারণ তিনি টিকিটের জন্য জনতা পারটি ও পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্রী কংগ্রেসের কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হবার পর নির্দল প্রার্থী হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই তাঁর এই আচরণ সুনজরে দেখছেন না। যদিও এখানে তার প্রভাব কম নয়। কেন্দ্রের বাকী দু'জন নির্দল প্রার্থী মহঃ সাজাহান ও বিনয়ভূষণ সরকার এবং মুসলীম লীগ প্রার্থী আব্দুল শুকুরের নির্বাচনী প্রচার কেবলই শুরু হয়েছে, তোড়জোড় তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

আবেদন

আগামী ৪ঠা জুন শনিবার বিকাল ৪টায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি হলে আমরা একটি জনসভার আয়োজন করেছি। জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সকল নির্বাচন প্রার্থীকে এই সভায় তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। উপস্থিত শ্রোতাগণ প্রার্থীদের কাছে তাঁদের কোন প্রশ্ন থাকলে লিখিতভাবে তা প্রার্থীকে দিতে পারবেন। এই প্রচেষ্টায় আমরা সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করি। আহ্বায়ক—শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, শ্রীবরুণ রায়, শ্রীঅনুত্তম পণ্ডিত।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

বজ্রাঘাতে ৭ জন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ মে—গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমায় বজ্রাঘাতে ৭ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২ জন। বজ্রপাতের ফলে গবাদি পশু, কুকুর প্রভৃতির জীবনহানি ঘটেছে এবং অনেক গাছপালার ক্ষতি হয়েছে। গতকাল ছিল দশহরা গঙ্গা ও মনসা পূজো। প্রবীণদের মতে প্রকৃতির এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ও ঘন ঘন অশনি সংকেত এর আগে নাকি দেখা যায়নি। বজ্রপাতের ফলে সর্বত্র ভীতির সঞ্চার হয় এবং রঘুনাথগঞ্জ শহরে কুলবধূরা শঙ্খ বাজাতে থাকেন। কেউ কেউ দাবি করছেন, গতকাল বজ্রপাতের ফলে অন্ততঃ ১১ জন নিহত হয়েছেন। আমরা মহকুমার ফতুল্লাপুর, মিরজাপুর, গণকর, মহম্মদপুর, মাঠপাড়া, নবকান্তপুর এবং জরুর গ্রাম থেকে একজন করে নিহত হয়েছেন বলে খবর পেয়েছি।

তাড়ি খেয়ে আট জন অসুস্থ

সাগরদীঘি, ২৭ মে—গতকাল এই থানার আদিবাসী অধ্যুষিত জয়ন্তী গ্রাম চাঁদপাড়ায় তাড়ি খেয়ে ৮ জন সাঁওতাল নারী ও পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাগালদারী সংক্রান্ত এক গোলযোগকে কেন্দ্র করে আগের দিন রাত্রে কে বা কারা তালগাছে ঝোলানো তাড়ির হাঁড়িতে বিষ মেশায় বলে গ্রামবাসীরা সন্দেহ করছেন। পরদিন সকালে ওই তাড়ি খেয়ে ৮ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। এখন তাঁরা মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দারোগা অভিযুক্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেন যে, সাগরদীঘি থানায় নিয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দারোগা তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করেন এবং তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে এস ডি জে এম আসামীকে রঘুনাথগঞ্জ এবং বহরমপুরে ডাক্তারী পরীক্ষার পর দারোগাকে নির্যাতন ও মারধোরের অভিযোগে ৩৩০ ধারায় তলব করেন।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় পাকা সড়কের পার্শ্বে ৩৬৮নং দাগের ৫ কাঠা বাসোপযোগী জমি বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন :—

পরমেশ পাণ্ডে, রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়,
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

দল থেকে বহিষ্কার দাবি

সম্মতিনগর, ৩১মে—এখানে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক ঘরোয়া বৈঠকে কংগ্রেস বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে সদস্যরা রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হুমায়ুন বিশ্বাস এবং পি সি সি সদস্য ডাঃ আসরাক হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান। এখানে উল্লেখ্য, ডাঃ হোসেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

একটি সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ মে—গতকাল এবং আজ রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে ওয়েষ্ট বেঙ্গল নন্ মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল (স্যানিটারী এণ্ড ফিল্ড সারভিসেস) এ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার ৮ম বার্ষিকী জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বি-টু প্রথার অবলুপ্তিসহ সমকাজে সমবেতন এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয় এই সম্মেলনে।

নজরুল জয়ন্তী

সাগরদীঘি, ২৯ মে—গত রবিবার হরহরি অগ্রণী সেবা সংঘের উদ্যোগে ভলি ময়দানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব পালনের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৯ জন জুয়ারী গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর, ২৭ মে—গত শুক্রবার রাত্রে ফাঁদ পেতে শহরের কেন্দ্রবিন্দু ফতেখাঁর জঙ্গল পল্লীর কুখ্যাত এক জুয়ার অড্ডায় জঙ্গিপুর ফাঁড়ির হাবিলদার ষষ্ঠীচরণ দে পুলিশ বাহিনী নিয়ে হানা দিয়ে ৯ জনের এক জুয়ারী দলকে গ্রেপ্তার করেন। বহুদিনের পুরোনো এই জুয়ার ঘাঁটিতে শহরের তথাকথিত অনেক ভদ্র সন্তান সর্বস্বান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতীয় বার্ষিক নক-আউট ফুটবল টুর্ণামেন্ট চূড়ান্ত বিজয়ী দলকে এস, এস, এ, উইনার্স শীল্ড (৩৬"×৫০") ও নগদ ৫০১'০০ টাকা এবং বিজিত দলকে এস, এস, এ, রানার্স শীল্ড (৩০"×২৪") ও নগদ ২৫১'০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন—সম্পাদক, সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)।

EOMITE
PAINTS

A Colourful Blend Of Quality
&
Service

PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.

BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.

They reflect your good living style.

BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.

—: Special Stockist :—

S. K. Roy Hard Ware Stores.

Raghunathganj : Murshidabad
Phone No. 4

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা
কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।